বিজ্ঞান শিক্ষার হালহকিকত

স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিরিশ বছর পরও আমরা কি যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পেরেছি? অথচ দেশে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এদের অধিকাংশেরই বেকারের খাতায় নাম অন্তর্ভুক্ত করাই কি বৃটিশদের কেরানী তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? সর্বোপরি দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমস্ত স্তরে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে হারে হ্রাস পাচ্ছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক। এখনও মাধ্যমিক স্তরে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা করলেও তাদের অধিকাংশের থাকে না বিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক উচ্চতর গণিতের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান গ্রেডিং সিস্টেমে অতিরিক্ত বিষয়ের গ্রেড ফলাফলের ওপর প্রভাব না ফেলাও শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গণিত নেয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছে, যা পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান শাখায় পড়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এখনো ডিগ্রী (পাস) পর্যায়ে মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিসংখ্যানের মধ্যে যে কোন দু'টি এবং অন্য একটি বিজ্ঞান শাখা সাধারণ বিষয় নিয়ে বিএসসি পড়তে দেখা যায়। বিগত চার-পাঁচটি পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফলে বিপর্যয় ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এর জন্য একটি সাধারণ বিষয়সহ গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব এবং যোগ্যতা নিয়ে নানারকম গুঞ্জন শোনা গেছে। কিন্তু তাঁরা কি কখনো ভেবে দেখেছেন, উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে পাস করা একজন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে বিএসসি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলেও গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান এবং জীববিদ্যার মতো বিষয় দক্ষতার সঙ্গে সুচারুভাবে পাঠদান করতে পারবে কি? বিভিন্ন সময়ে সভা-সেমিনার করে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করানোর চেষ্টা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় করুণ দৃশ্য গোচরীভূত হয়। দেশে প্রায় ৬৫১টি ডিগ্রী কলেজ থাকলেও এর ১৫ শতাংশেও বিএসসি কোর্স চালু নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় দু'টি সরকারী কলেজসহ মোট দশটি কলেজ থাকলেও কোনটিতেই বিএসসি (পাস) কোর্স চালু নেই। বেসরকারী কলেজে হয়ত পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। কিন্তু সরকারী কলেজগুলোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কী বক্তব্য কে জানে। ওই দু'টি সরকারী কলেজের একটিতে বিজ্ঞান শাখায় অধিকাংশ বিভাগের শিক্ষকই নেই। অন্যটিতে জাতীয়করণের সূচনা থেকে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষকের পদই সৃষ্টি করা হয়নি। যার প্রভাব কোথায় পড়ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই অর্থের কাছে পরাস্ত হয়ে যোগ্য এবং অযোগ্যতার ভেদাভেদ ভুলে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দিলে বিজ্ঞান শিক্ষার মান কিভাবে বাড়বে তা বোধগম্য নয়। বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীনতার কারণে বারবার পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের নামে কেবল উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী নিম্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখার সিলেবাসের আকার যেমন বেড়েছে তেমনি আগের তুলনায় বেশ কঠিন হয়েছে বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। তাই কেবল উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী নিম্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত না করে বরং ব্যবহারিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করা হলে স্নাতক (পাস) শ্রেণীর মত উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তর থেকে বিজ্ঞান গ্রুপ উঠে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। পরিশেষে বলবো, বিজ্ঞান শিক্ষা যেখানে অবহেলিত, উন্নয়ন সেখানে দুরূহ, স্বাবলম্বী হওয়া সেখানে অসম্ভব। তাই সময়ক্ষেপণ না করে এখনই বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া জরুরী। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম এ রহিম,
প্রভাষক, গণিত বিভাগ,
মুন্সীরহাট ডিগ্রী কলেজ,
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।